হও। ভোজরাজ ইহা শুনিয়া তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন।—

ইতি ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা।—

চতুৰ্দ্দশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনের নিকটে শ্রীভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহিলেন হে ভোজ রাজ শুন। শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তীনগরে সাম্রাজ্য করেন তাঁহার এক মিত্র সুমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটীহইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমন করিতে শক্রাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হইলেন। সে তীর্থে যুগাদিদেব নামে এক দেবতা ছিলেন তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরে এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী

নামে এক দিব্যাঙ্গিনা এই দেশের রাজ্ঞী তাহার
এই পন এই তৈল কটাহেতে প্রবিষ্ট হইলেও
যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামি
হইবে। সুমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই
বাক্য শ্রবন করিয়া মদনসঞ্জীবিনী রাজ্ঞীকে
দেখিয়া তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব রূপ লাবণ্য দেখিয়া
অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তী নগরে আসিয়া
শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন
করিলেন। রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল
কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৈল কটাহের নিকটে গিয়া
তৈল মধ্যে ঝম্প দিলেন। মদনসঞ্জীবনী
ইহা শুনিয়া তাতে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ
দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধ শরীরে অমৃতাভি
ষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নিব্রুন নির্ব্বাধ শরীর
করিল। দিব্যাঙ্গিনা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহি
লেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় গুন তপ্ত
তৈল কটাহে প্রবিষ্ট হওয়াহইতে অধিক
কি সাহস আছে আমি রাজার কিঙ্করী আ

কারন এ পন করিয়াছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হই লাম আমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামী হও। এ রূপ নানা প্রকারপ্রিয় বাক্যেতে রাজার তাদৃক আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যে হেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রীতে এবং এতাদৃশ রাজসম্পত্তিতেও তোমার অন্তঃকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদনন্তরে রাজা সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুমিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদনসঞ্জীবনীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আই লেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজ এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি চতুর্দ্দশী কথা।—

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপে স্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিবার যে ওপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন। রাজা কহিলেন কহ সে বৃত্তান্ত কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তি অশ্ব রথ পদাতিক রূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভা মধ্যে বসিয়াছেন ইত্যবসরে ক্রীড়া বনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহারাজ সকল ঋতুর রাজা বসন্ত আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে

পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমর মালা মধুপানে মত্তা হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছে কোকিল মিথুন মধুর রব করিতেছে। উদ্যানপালেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়া বন গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানু ভব করিয়া বন মধ্যবর্ত্তি বিচিত্র মণ্ডপ মধ্যস্থিত মনিমণ্ডিত কনকময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধিকারি পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানা বিধ ব্যাধিময় এ শরীর ও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিকী প্রীতি করা জ্ঞানি জনেরউপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়িকা বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়িকা হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনি

বেশ জ্ঞানির কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ
পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন
সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার
হইতে মুক্ত হয়। রাজা ধর্ম্মাধিকারির এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্ম মনে
বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মাধিকারি তুমি
যাহা কহিলা যুক্ত বটে বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরী
রেতে প্রাণ বায়ুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণ
বায়ুর শরীরহইতে নির্গম জীবের মরন। অতএ
জীবের বড় আশ্চর্য্য মরন সহজ সাংসারিক
যাবৎ বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরনো
ত্তর কাহার ও সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ
সকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহার পর
অজ্ঞান বল কি এ জ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম
পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না। অজ্ঞান
নাশি যৎসঙ্গে করনে হয় সেই পরম সাধু অতএব
তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নানা
প্রকার জ্ঞান কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারিকে পরিতো

ষার্থ অষ্টলক্ষ স্বর্ন মুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরা
পঞ্চদশী পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই ওপাখ্যা
শুনিয়া সে দিবস ওপরত হইলেন।

ইতি পঞ্চদশী পুত্তলিকা কথা সমাপ্তা।

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা

অনন্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজ রাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুনেতে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই গুনের উপাখ্যান কহি শুন। চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক বিদেশীয় এক ভট্ট সাক্ষাৎ গিয়া তাহার নানা প্রকার যশো বর্ণন করিয়া কহিল সকল গুনেতে গুনী এমত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুনের আশ্রয় এবং সকল গুন বোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমন করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ উবং গুনযুক্ত কেবল রাজা

বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার স্পর্দ্ধা করিয়া দেবতা আরাধনা করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেইরূপে প্রতিদিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভট্ট কহিলেন তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজতুল্য করেন সেই বড় কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহে যেমন মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এই প্রযুক্ত মলয়াচল উত্তম সুমেরু পর্ব্বত আপনি রত্নময় কিন্তু নিকটস্থ

সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীর দাহের দুঃখ না হয় এই বর দেও। দেবী কহিলেন হে রাজন্ তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এ প্রযুক্ত সন্তুষ্টা হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া স্বস্থানে [illegible]ন। পুত্তলিকা [illegible]হিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য [illegible]পনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধোমুখ হইলেন।—

ইতি ষোড়শী কথা সমাপ্তা।—

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা।

...র্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমী
পস্থ ভোজের জন্যে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল
হে রাজন্ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ ছিল
তাহা শুনহ। অবন্তী নগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য
যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালে রাজার
ধর্ম্মবলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত। স্ত্রী
জনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যকে জানে
না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় শাস্ত্রেতে
বিশ্বাস ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়
অতিথি সেবা পিতৃমাতৃরাজগুরুভক্তির আজ্ঞা
বর্ত্তন অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম
ধর্ম্মেতে সর্ব্ব দেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রীবিক্রম
াদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে
পালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ

..গ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস ওদ্যান পাল রাজার সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ কালান্তক যম তুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত সদৃশ শরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারন যে রূপে হয় তাহাতে অবধান করুন। ওদ্যান পালের এই বাক্য শ্রবন করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর নিবারনার্থ বারণারোহন করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্রে শূকর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রাজা তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। এই রূপে সে শূকর অনেক বন অতিক্রমন করিয়া এক গহন কানন প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তন্নিকটে গিয়া ওপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রানের ওপায় না পাইয়া সেই বনেতে ওৎকট গিরির গুহা পিধান কপাট রুদ্ধ হইয়া

সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ন করিয়া গুহার
মধ্যে শূকর প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য
হইতে নামিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারন করিয়া অত্যন্ত
সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে
গুহা অতি বিস্তীর্না এক দেশের প্রায় রাজ
প্রকার অন্বেষন করিয়া কোথাও শূকরের উদ্দেশ
পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমন করিতেছেন ইতিমধ্যে
অপূর্ব্বা এক নগরী তথাতে দেখিয়া উন্মুখে
প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর মধ্যে গিয়া নারায়ন
যে রূপে বলির দ্বারি হইয়াছিলেন সেই রূপের
প্রতিমা তথাতে দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা
প্রকার স্তব ও প্রনাম ও প্রদক্ষিন করিয়া তিঁয়ার
সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তি
বুদ্ধিতে নারায়ন সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে
রস রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাঁহার
গুন কহিলেন। হে মহারাজ এই যে রস নামে
ইহাহইতে সাংসারিক ভোগের ওপযুক্ত
যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহাই পাইবা। এই যে

রসায়ন নামে পরম পদার্থ ইহাহইতে পরমার্থ
উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা।
এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য নারায়ন প্রসাদে বস্তুদ্বয়
পাইয়া সে গুহাহইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব
বৎ গুহার দ্বার কপাটে রুদ্ধ করিয়া হস্তিতে
আরোহন করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন
পথমধ্যে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতা
পুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেখিয়া তাহারদের সর্ব্ব বৃত্তান্ত
শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রুদ্র
রসায়ন দুব্যদ্বয় ঐ পিতা পুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিয়া
স্বরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সপ্তদশ
পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের
শৌর্য্য ঔদার্য্য এই রূপ ছিল তুমি যদি এই রূ
হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ
এই কথাতে তদ্দিবস উপরত হইলেন।—

ইতি সপ্তদশী কথা।—

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা।—

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে উপস্থিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহিল। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা তাঁহার ম[illegible] ঔদার্য্যাদি রাজগুণ যে রূপ তাহা কহি শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শাবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া এক দ্বাস্থি নিবেদন করিল হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনি[illegible] উদয়াচলের শিখরের উপরে এক দেবতাযতন আছে তদগ্রভাগে মনি মুক্তা প্রবালাদি খচিত স্বর্ণময় সোপানে চতুর্দ্দিক্ শোভিত অপূর্ব্ব এক সরোবর আছে। সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্ণময় স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের উপরে নানা রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে। সূর্য্যো

দয় কালাবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সিংহাসন সহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমেং বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল স্পর্শ করে। মধ্যাহ্ন কালাবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমেং হ্রাস হইয়া পূর্ব্বমত সরোবরের মধ্যে থাকে। এই মত প্রত্যহ হয় দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত কৌতু কাবিষ্ট [illegible] যোগপাদুকারোহন করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্যহইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হয়। ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। স্তম্ভ ক্রমেং বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনস্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ড তর সূর্য্যাতপে দগ্ধিত হইয়া অচেত হইলেন। তদনন্তর শ্রীসূর্য্য দেবতা শ্রী[illegible] দিগে[illegible] সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া

ঊনবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্য্যোপস্থিত
শ্রীভোজরাজকে ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহিল
হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবা
উপযুক্ত নহ। এ সিংহাসনে বসিবার উ
যুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাহা
মহত্ত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবি
মাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কি রূপ ব্যবহা
আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তবে
যোগপাদুকারোহন করিয়া দেশ ভ্রমন
পদ্মালয় নামে পুরীর মধ্যে প্রবি হইতে
তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয় নিকটে চারি ব্রহ্ম
রী পরস্পর কথোপ ন করেন। তন্মধ্যে এ
ব্রহ্মচারী কহিলেন অ যাত্রাতে অ
ন নদী পর্ব জি কিন্তু কাব
কুট নামে এক পর্ব্বত তাহাতে
নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি
যাইতে পারিলাম না তন্নিকটদেশস্থ লোকেরদের

বসিতেন তাঁহার ঔদার্য্য যে রূপ ছিল তাহা কহিলাম। তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে নিবৃত্ত হইলেন।

ইতি ঊনবিংশতিতমী কথা।—

ক্য শুনিয়া

শ্রীভা দেশে আসিয়া

সুদৃঢ় কর উপাসনা । শাস্ত্রে বুৎ

পন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন পথিমধ্যে এক

নগরে দেবতায়তন দেখিলেন দেব সন্দর্শনা

সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন

সন্ধ্যা সময়ে ঐ দেবতায়তনের নিকটস্থ

এক সরোবর ছিল সেই সরোবরহইতে

দিব্য কন্যা নির্গতা হইয়া দেবতার নি

আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূ

স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরের মধ্যে ঐ

কন্যা প্রবিষ্টা হইলেন । এই যজ্ঞদত্ত বুদ্ধি

নামা মন্ত্রি পুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আ

দিবসের পর শ্রীবিক্রমাদিত্যকে ক

রাজা শুনিয়া ... তান্ত অদ্ভুত জানিয়া ঐ দেবতার
তন নিকটে আসিয়া নিশা সময়ে মন্ত্রিপুত্র যে
রূপ কহিয়াছিলেন সে রূপ সমস্ত দেখিলেন।
তৎকালে ঐ অষ্ট কন্যা পুষ্করণীর মধ্যে ঝম্প
দিয়া জলে প্রবিষ্টা হবামাত্র রাজাও তৎক্ষণাৎ
ঝম্প দিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর
কন্যারা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজা
ধিরাজ বিক্রমাদিত্য তুমি অদ্য শুভাদৃষ্টবশতঃ
আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে
আইস। কন্যারা রাজাকে এই রূপ কহিয়া
...কাল লোকে রত্নময় স্বর্ণপুরীর মধ্যে লইয়া
কহিলেন হে মহারাজ এই রাজপুরী
...ন কর। রাজা কহিলেন আমার রাজপুরী
... এ রাজপুরীতে আমার কি প্রয়োজন কিন্ত
জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরী বা কার। কন্যার
...হিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী

করিয়া ঐ সমস্ত রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুরীতে যাইলেন। ত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়া পাও। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি ত্রিংশতিতমী কথা।

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নিকট উপস্থিত দেখিয়া একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল। ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারন শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগ পাদুকারোহন করিয়া দেশ ভ্রমন করিতে২ এক পুরীরমধ্যে দেবতায়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিন স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশীয় পুরুষ ঐ দেবতায়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যাকে দেখিয়া কহিলেন মহাপুরুষ তোমাকে [illegible] রাজলক্ষন দেখিতেছি অতএব বুঝি রাজা হইবা। [illegible] রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগে উদাসীন প্রায় ভ্রমনে

থাকে না অতএব সবল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজার বীর্য্য ব্যতিরেকে রাজ্য বিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার বীর্য্য নাহি সে রাজার বল শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না। এবং পরম বীর্য্যিক রাজার রাজ্যের বিষয় শুভাশুভ চিন্তা ব্যতিরেকেও বীর্য্য মাত্রে রাজ্য থাকে। অতএব রাজ্য স্থিতি [illegible] কারন বীর্য্য এই পুরুষ রাজার বীর্য্য সব [illegible] আমাকে ত্রিভুবন কবন বীর্য্য [illegible] আমাকে [illegible] কার্য্যার্থির ন্যায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনি বিদেশীয় পুরুষ কহিল হে মহারাজ আপনি [illegible] [illegible] বটে আমাকে যে কার্য্যার্থি করিয়া জানি[illegible] বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি [illegible] কহিল হে মহারাজ [illegible] নী পর্ব্বতে [illegible]া নামে এক দেবী আছেন তাঁহাতে [illegible]রাদি রস সিদ্ধির কারন দ্বাদশ বৎসর

পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর অনুগ্রহ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর আয়ত[illegible]র নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে কামাখ্যা দেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন [illegible]স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের মন্ত্র সিদ্ধির [illegible]মিত্ত আসিয়া থাক তবে সামুদ্রক শাস্ত্রোক্ত [illegible]ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতি লক্ষণযুক্ত এক পুরুষকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে [illegible] সিদ্ধি হইবে। এই রূপ শ্রীবিক্রমা[illegible] দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া [illegible] মনেং বিচার করিলেন সম্প্রতি বিংশতি লক্ষণ যুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এ যে তোমার ভয়ানক দুরাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর। তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকারী হইবা না যে এ সিংহাসনে বসিবা শুন বিক্রমাদিত্য রূপ হিতকারী ছিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজ বাহুবল প্রতাপে যাব দ্বাবিংশ দিক্‌স্থ রাজারদিগকে জয় করিয়া সর্ব্ব রাজমণ্ডলে মুকুট মণি [illegible] চরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য [illegible] ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীণা বাদ্যাদি [illegible] ভাট বন্দীর প্রভৃতি যশোবর্ণন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ণ চরণারবিন্দ ধ্যান নাম স্মরণ করিয়া কৃত নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি

ন প্রাতঃকৃত্য হইয়া অভ্যাস্ত নানা আয়ুর্বেদের অনু
শীলন করিয়া মল্ল শালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজা
ভরনে ভুষিত হইয়া সহস্র২ স্বর্ণ দান করিয়া
শ্রীমন্ত্রি কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীতে বেষ্টিত
হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি
শাস্ত্রানুসারে রাজ্য ব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্নকালে
বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগি
বৃদ্ধ প্রভৃতিরদিগকে নানা প্রকার দান দিয়া
জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র জন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর
লবণ কটু তিক্ত অম্লরূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য
লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন
করিয়া জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার পাচক
সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত তাম্বূল ভোজন করিয়া
সুগন্ধি দ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার
পুষ্পের মালা ধারন করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃত্যব
বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি কিঞ্চিৎকাল
শয়ন করিয়া সুপঠিত শুক শারিকা প্রভৃতি পক্ষি
গণের সুস্বর শ্রবন করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি

স্ত্রীগণ সহিত বাক্‌চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধন ভাণ্ডারাদি অবলোকন সেই সেই বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্য ক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনির্ব্বিন্ধ শৃঙ্গার রসানুভব করিয়া অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত সুখ নিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এই রূপে কাল যাপন করিতেন। ইতি মধ্যে এক দিবস রাত্রিশেষে নিদ্রা কালে অনিষ্ট সূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্ট সূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া [illegible] বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্য ভাবী স্ত্রী পুত্রাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য মরণোত্তর কেহ কাহার নয়

কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যাবদ্ধন ভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজ ভাণ্ডারহইতে লইয়া যাওক। এই ঘোষণাতে নানা দেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব তিনি এ সিংহাসনে বসিতেন সম্প্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন।—

ইতি দ্বাত্রিংশতিতমী কথা।—

ত্রয়োত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা ।—

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে। পণ্ডিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য ধৈর্য্য ঔদার্য্য যাহার হয় সে এ সিংহাসনে বৈসে। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কি রূপ। পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শুন অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎ কোটীশ্বর এক বণিক থাকেন তাহার চারি পুত্র। ঐ বণিক আপন মৃত্যু সময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুণ পরস্পর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণ সমূহ

একত্র হইয়া দৈবী বৃষ্টি নিবারণ করে ঐ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাষিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্মিলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়ন স্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি আপন আপন নামানুসারে লইবা। এই রূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া বণিক্ পতি দেহ ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর বণিক্ পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্বনামচিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকাহইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কহিতে কেহ পারিলেন না। এই রূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি

বনিক পুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্য লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি কলসের তত্ত্ব নিরূপন হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতালহইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ব্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুই জন বিধবা ভগিনীর গর্ব্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকারি গৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবন করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরস্থ রাজ সভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভ্যবর্গ এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপন আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্য লোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষন করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকা পুরিত ঘট যাহার নামে ভুমি দান তাহার। অঙ্গার পুরিত

কলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহ কাষ্ঠ ধাতুদ্রব্য তাহার। অস্থি পুরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তি ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ চতুষ্পদ ধন। তুষ পুরিত গাগরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলাই মুদ্গ চনক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার। নাগ পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃ কৃতাংশানুসারে স্বস্ব ভাগ লইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপন করিলেন। নাগ পুত্র কৃত নির্ণয় লোক পরম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান নগরে দূত প্রেরন করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকট যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাঁহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুঃ

শ্বিনী সেনা পরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতি
ষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন
রাজা স[ম্মু]খে শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকটে আই
লেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক
প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী ও গৃহ রোধ
করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধ
দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি
স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দি
লেন শালবাহন সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্য সৈন্যের
সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ
করিলেন তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ
সৈন্যেরা ভগ্ন হইলেন না। এক দিবস রাত্রি
যোগে শালবাহনের পিতা [অনন্ত] পুরস্থ নাগপু
আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দং
শিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবি
ক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া

অমৃত সেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া স্বসৈন্য বাঁচাইতে যাইতেছেন পথি মধ্যে শালবা হন প্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গ ভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরন কদাচ না হয় এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকর্ম্ম করনার্জ্জিত পুন্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎ সাগর তরে এই শাস্ত্রের প্রমান আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন রাজা এই ভাবনা করিতেছেন। ইত্যবসরে পাতালনগরী হইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিত প্রায় কোলাহল

রিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যের
দের জীবন দানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনা
সহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যোন্য প্রভাবে
অন্যোন্য বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে
ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপম এতা
দৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিং
হাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার
এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শিথিলা
ভিলাষ হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশতি কথা।

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহা
সনারোহণ নিবারণ কারণ শ্রীভোজরাজকে কহিল
হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজা প্রতি
পালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে।
রাজা কহিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা
কীদৃশী। পুত্তলিকা কহিল শুন এক দিবস শ্রীবি
ক্রমাদিত্য মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে
বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরল দেশীয় জ্যোতিঃ
শাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্য
পদ্য বাক্যপ্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া
রাজদত্তাসনে বসিলেন। রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা
করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন২ শাস্ত্রে জ্ঞান
বান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে
জ্ঞানবান্ রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমা

রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ
এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন
আমার দেশে নীতিশাস্ত্রোল্লঙ্ঘন কদাচ নাহি অন্যা
য়ের অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজা পীড়ন স্বপ্নেতেও
নাহি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং
ব্রাহ্মণ হিংসা প্রজা কলহ নিরপরাধি দণ্ড অসৎ
নিরূপণ পাপ প্রবৃত্তি দেবতা প্রতিমা ভঙ্গ সাধুজন
মনস্তাপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে
কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে।
পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল আজ্ঞা
করিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের
এই প্রমাণ রোহিনী শকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চর
গ্রহ যদি শুক্র ক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গল ক্ষেত্রে আই
সেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্র
প্রমাণানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য
শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষ নিবারন নিমিত্ত
বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া
[illegible] করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না

স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজালোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকল রাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষণার্থে আপনাকে বলি দিতে ওদ্যত হবা মাত্রে মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মানব দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্বিংশ শক্তি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন।—

ইতি চতুর্বিংশতি কথা।—

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত ভোজ
রাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা
কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমা
দিত্যের তুল্য না হইলে কেহ বসিতে পারে না।
রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। পুত্ত
লিকা কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভী
র্য্য ঔদার্য্য সাহসাদি প্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোক
পর্য্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথ
নাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন।
এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব
দেবতা মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহা
সনোপরি বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন
করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী মণ্ডলে সর্ব্বপ্রাণির
হিতৈষী সদা সদাচারোপযুক্ত স্বপ্রাণ নিরপেক্ষ

পরপ্রান রক্ষক সুদির্ঘ্যকারী দয়াদ্রিতচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রশংসা প্রামান্য প্রামান্য নিশ্চয় কারন অবন্তী নগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমনে নিপুন ঘোটকোত্তমে আরোহন করিয়া একাকী নগর প্রান্তোপবনে ভ্রমন করিতেছেন। ইতি মধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ন গোরূপ ধারন করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র রূপ ধারন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ন গো স্বমৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবন করিলেন গো আসিয়া পুস্করনীতে পড়িয়া পঙ্ক লগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমন করিতে২ তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া আর্ত

লেন। ভাত সময়ে ঐ দুই দেবতা মায়াকৃ
গোরূপ ব্যাঘ্র রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ
করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজা
ধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার দয়ালুতা পুণ্যক্ত
পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারন
আমরা দুই দেবতা মায়াতে এ রূপ ব্যবহার করি
লাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন
করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্র মণ্ডল সৃষ্টি করিয়া
ছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করি
য়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরন সৃষ্টি
করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব।
আমারদের রাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা
তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এত দিনে তাহার
প্রমাণ নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বর
প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের
প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাহি সর্ব্ব সম্পত্তি
সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন
করিব। দেবতারা কহিলেন আমারদের

অপর মুহূর্তে সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরা জকে দেখিয়া ষট্‌ত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসি তেন তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবি ক্রমাদিত্য পৃথিবী মণ্ডলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেং অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে [illegible] করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হ[illegible]

এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন! স[illegible]

ত স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর

[illegible]ক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে [illegible]

অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই

সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ [illegible] সুবর্ণ করে না অতএব এই বিষয়ে যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাজা এই রূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপও করিলেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আপন স্থানে গেল। পুনর্ব্বার পরদিবস এক কৌপীন ধারণ করিয়া শুষ্কবদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূত ক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীন মাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দ২ হাস্য করিয়া কহিলেন বটে [illegible] [illegible]কারেরদের এই রূপ গতি যে ব্যক্তি ক্রীড়াতে ধন ইচ্ছা করে এবং যে লোক সেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং

ভিক্ষা বৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক
বর বিড়ম্বিত নির্বুদ্ধি শিরোমনি রাজার এই
বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যুতকার দ্যুত নিন্দা সহিতে না
পারিয়া কহিলেন বটে বলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি
দ্যুতক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি
অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরী
যুবতী স্ত্রীসম্ভোগ নিন্দা বাক্য প্রায়। দ্যুতকারের
এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যুতকার
তুমি নিতান্ত ঈশ্বর বিড়ম্বিত, যে হেতু আমার
উপকার মাত্রার্থ সুহৃজ্জন ন্যায় হিত বাক্যে
তোমার নিতান্ত অহিত বুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড়
দুঃখ মনুষ্য দেহ ধারনে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদু
পায় চিন্তা সচ্চর্চা সৎ কর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা
অর্থার্থে অনর্থ হেতু দ্যুতক্রিয়া করনে পুরুষ
আয়ুঃ ক্ষেপন করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া
কার কহিল হে মহারাজ যদি তোমার
উপকার করনে তাৎপর্য্য থাকে তব
এক কার্য্য করিয়া প্রতিশ্রুত হও রাজা

কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যুতক্রীড়া ত্যাগ
কর তবে তোমার যে কার্য্য আমাহইতে হয় তাহা
অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই
বাক্য শুনিয়া দ্যুতকার কহিলেন যে বিক্রমাদিত্য
সিদ্ধ পুরুষ শুন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে
এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম
মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার উপরে আকাশ
[illegible] জল পূরিত সুবর্ণ কুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণ
কুম্ভ হইতে জল আনিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা
করিয়া স্বশিরো বলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ
দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন
কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য
করিতে পার তবে দেবতাহইতে যে বর পাইবা
সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ
কার্য্য করিলে আমি দ্যুতক্রীড়া ত্যাগ করি[illegible]।
[illegible] দ্যুতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে
[illegible]কারোহণ করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে গিয়া দেব
[illegible]পরি স্থিত স্বর্ণ কলসস্থ জলাহরণ করিয়া

মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থে উদ্যত হবা মাত্রে দেবতা প্রসন্ন হইয়া যথাভিলষিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যুতকারার্থ গ্রহন করিয়া দ্যুত কারের নিকটে আসিয়া দ্যুতকারকে দ্যুতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেব প্রসাদলব্ধবর দিয়া স্বরাজ ধানীতে আইলেন। ষট্ত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এ কর্ম বুঝ তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজ রাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

ইতি ষট্ত্রিংশতি কথা।

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা ভোজরাজকে সিংহাসনারোহণহইতে নিবৃত্ত করিয়া কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাঁহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশ ভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিক কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিল হে মহারাজ পূর্ব্ব দেশেতে বেতালপুর নামে এক পুরী আছে সেই [illegible] শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা [illegible] ঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম [illegible] আমারদিগকে তদ্দেশীয় রাজ লোকেরা [illegible] কারে ধরিয়াছিল আমরা আয়ুর্ব্বলে [illegible] প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবী বিলো

নার্থ বেতালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজলোকেরদিগ কে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন যে হে লোকেরা তোমারদের এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহা প্রাণি মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদান জন্য সুখ কত দিন ভোগ করিবা এ মহাপ্রাণি হিংসা জন্য পাপেতে অনেক কাল পর্য্যন্ত যে নরক ভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে মনুষ্য হিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বর দান করেন সে দেবতার দেবত্বকে ধিক্ যে নর বলি গ্রহণ করে। এই রূপে তদ্দেশীয় লোকের দিগকে পবিত্র ভর্ত্সন করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষকে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্প মালা ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এইক্ষণে ত্যাগ কর এ মৃত্যু ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি

রুষের নরবলি হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় তবে
আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলি দি
কিন্তু আমার সাক্ষাৎ মরণ ভয় কাতর
নরকে কদাচ বলি দিতে পারিব না। রাজার এই
বাক্য শুনি তাঁকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হই
মহাসাত্ত্বিক পরম ধার্ম্মিক তুমি
ক আম... এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃস
ম্বন্ধ লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণ
বত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। গৃহদাহ কালে নানা
...পার্জ্জিত বিবিধ প্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী
স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু
ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে ত্বরা হইতে
...ায়ন করে তুমি অজ্ঞাত কুলশীল দেশোদাসীন
পুরুষ রক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণ ত্যাগে উদ্যত
হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্ল্লভ।
রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত
পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।
বিক্রমাদিত্য কৃতনিত্যক্রিয়া হইয়া খড়্গ লইয়া

ন্যাত্মবলিদানোদ্যত হবামাত্রে তদ্দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরং বৃনু। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি তুষ্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষ সিদ্ধি হওক আর অদ্য প্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহন করিবা না এই দুই বর আমাকে দেও। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নর বলি কখন হইল না শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবসও বিরত হইলেন।—

ইতি সপ্তবিংশতি কথা।—

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নাধিরোহন নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুনাখ্যান করিল হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রিক শাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথি শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষ মূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রিক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনো মধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরন পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদ চিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর প্রান্তে

গমন করিবে এই সন্দেহেতে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বসিয়াছেন। ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মনুষ্য কোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এপদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষন্নবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষন্নবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথা বা কেন বসিয়া আছ বিষন্নবদন বা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে

আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র [illegible] যে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন [illegible] পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত [illegible] অন্বেষণ করিয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত আমার বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থবিচারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণ রূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি রাজার এই বাক্য শুনিয়া

শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ
পদ্মাদি লক্ষন থাকিলে রাজা অবশ্য হয়
সামান্য শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাকপদ চিহ্নাদি
থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষনকেও নিরর্থক
করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র
রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের
তালুমূলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত
ক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডি
তকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্র
শাস্ত্রার্থ তত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথ
কি রাজলক্ষন আছে। পণ্ডিত রাজার আজ্ঞাবলো
কন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ
তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই
না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা
করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত
কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের
শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষন না থাকে কিম্বা ব্যক্ত
কুলক্ষন থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যান্তরে

কবর্বুরযন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কবর্বুর যন্ত্র জাল নামে চিহ্ন থাকিবে। রাজা এই কথা শ্রবন করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারন ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারন করিতে ওদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসাররূপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমান সিদ্ধ হইয়াছেন। তোমারও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কবর্বুর যন্ত্র জাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারন করিয়া তৎপ্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য

শুনিয়া শাস্ত্রার্থ সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয় কুক্ষি বিদারন না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইত্যষ্টাবিংশতি কথা।—

ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

অপরএক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিক টোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে [illegible] ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজ[illegible]জ এ সিংহাসনে শ্রী [illegible]মাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতি হাস কহি শুন এক দিবস এক বৈত[illegible]লিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহি লেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশহইতে রাজ সাক্ষাৎকার কারন আসিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ [illegible]বেদন কর। দ্বারি বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করি ল। রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করি[illegible] অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজ সাক্ষা[illegible] জানিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন।

বৈতালিক শতং স্বর্ণযাষ্টিক কর্তৃক সাবধানী কৃত হইয়া রাজসভা প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভা বিন্যাস পরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচক্ষন শতং ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানা বিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত বর্গবেষ্টিত শ্বেতচামর বীজিত বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতছত্রোপসেবিত এতৎ সিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধান পূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই। বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের

মধ্যে কেহো ব'লেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না। আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাবা উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজন রক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্ত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধ স্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষন করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর

রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজ সাক্ষাৎহইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থানহইতে আকাশ পথে গমন করিলেন ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকা প্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আছেন ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় কেহ

স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রিতচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব লোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহ ত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অত এব সংপ্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে ওনগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগী হও প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন পুরুষে কখন [illegible] পাইবা না [illegible] রাজার এই [illegible] শুনিয়া পতি[illegible]ব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধ[illegible]র্ম্মিষ্ঠের অতএব আপনকার [illegible] সংসারে কর্ত্ত[illegible]

স্বাভাবিক কামকের ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ
করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা হয় বটে
কিন্তু এই মনুষ্য শরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবে
কাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্ন সাধ্য অস্থির অতএব
শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকষ্ট সাধ্য।
বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ এবং যেমন স্বামী পার্জ্জিত
ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামি মরণেতে
ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে
অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভার্য্যার
স্বামী শরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহ
সিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তি রূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি
ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে
কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মনিমন্ত্র মহৌ
ষধাদি সংকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে
থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন
থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ
আছে যে মদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত
তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা। অতএব মহারাজ

স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কন্নিরধারা পরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভা লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহা রাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হওক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের মুখাবলোকন করিতে লাগি লেন। মন্ত্রি বর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল। তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়া

জেন চিত্তাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনা বলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আমারদিকার পরমধার্ম্মিকত্বাদি গুন প্রশংসা যত করে সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক হউক বা নহে আমি অনেক ক্ষন অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্ট মহিষীর কর গ্রহণ করিয়া সভা স্থানে উপস্থিত

হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইতাবসরে সেই বৈতালিক রাজ সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ ওৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হওন রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতো মধ্যে পাণ্ড্য দেশ রাজপ্রেরিত নানা বিধ ধন সঞ্চয় শতং হস্তি ঘোটকাদি ওপঢৌকন সামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ ওপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্ম শীল সেই এই সিংহাসনে বসিবার ওপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন।—

ইতি ঊনত্রিংশ কথা।—

ত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ।

পুনর্ব্বার অন্য এক দিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতৎ সিংহাসনোপবেষ্টৃ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যো পাখ্যান শুন অবন্তী পুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমান আপনি জানিতেন না। ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্ক যোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। অনন্তর যে দি[illegible] পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ [illegible]াদের নির্ম্মান করান অন্য দিবস প্রাসাদ [illegible]ন ব্যাপার নিবারিত থাকে এই রূপে অনেক কালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল তদনন্তর শুভক্ষণ

করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ প্রবেশ করিলেন। রাত্রি যোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধু পুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদহইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোনহ রূপে তদ্রজনী যাপন করিলেন। পর দিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরন শুনিয়া প্রাসাদ করনে যত ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বিগুন ধন সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনী যোগে প্রাসাদ মধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতি মধ্যে প্রাসাদহইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তচ্ছব্দ শ্রবন করিয়া অতিশীঘ্র পড় এই বাক্য কহিলেন তদনন্তর ঐ প্রাসাদ মধ্যে সমস্ত ... পর্য্যন্ত স্বর্ন বৃষ্টি হইল রাজার শ... প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা

যত স্বর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল সে স্বর্ণ সকল প্রাসা
সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে
আইলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজ
রাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও
তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল
হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পর
বৃত্ত হইলেন।

ইতি ত্রিংশ কথা।

একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থে সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যে বিক্রম নৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। এক দিবস স্থান সপ্তগ্রামহইতে বানিজ্য করিবার কারণ এক বনিক্ পুত্র অবন্তী নগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তী নগরেএক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নাম ভয়ে সে দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন পুত্রের মুখে

হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বণি
দারিদ্র নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়
বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হই
লেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বনিকের নিকট আসিয়
জিজ্ঞাসিল এ কি দ্রব্য ইহাঁর মূল্য বা কি। গ্রা
কেরদের এই বাক্য শুনিয়া বনিক্ কহিলেন
পুত্তলিকার নাম দারিদ্র দশ সহস্র মুদ্রা ইহা
মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ
করে তৎক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন
এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুবে
ইনি উপগত হউন এই বাক্য কহিয়া সকলে
পরাঙ্মুখ হইলেন। এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়
সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইল রাজদূতেরা রাজ
সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল
রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা
মূল্য দিয়া ঐ লোহময়ী দারিদ্র প্রতিমা লইয়

স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাতঃ রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধ কি [illegible] কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন তবে যাউন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিক গুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্যহইতে চলিত হইলেন না। তৎপরে সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায়

না করিয়া বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ
প্রার্থনা করিলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত
রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি
কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ
কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি
ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ
তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে
যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র পুরুষ গ্রহণ করিয়াছ সে
প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশির
ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে
আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া
সত্যপ্রতিজ্ঞতা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন
করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন
করিতে উদ্যত হবা মাত্রে সত্যগুণ রাজার কর
ধারন করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্ম
নিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারণ আমি
এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পরমধার্ম্মিক
বট ধার্ম্মিক পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের

স্থা[illegible] অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। এবত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র। শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন।

ইত্যেকত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতদ্দ্বাসন ওপবেশন শীল শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ উপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহ প্রযুক্ত প্রায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজা লোকেরা শস্য মাহার্ঘ্য প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এই মত পরামর্শ করিয়া অন্যং রাজ দেশহইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দুত প্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থির

যে স্থানে যে ভক্ষ দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ
করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে
যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে
তত টাকা আমার ভাণ্ডারহইতে পাইবে। এই
কথা ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে সেই ব্যব
হার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা
আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার
সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা
নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি
ক্রীত শস্য মাত্রোপজীবী সম্প্রতি এক মুদ্রালভ্য
শস্য শত মুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্ত সপরিবারে
আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য
বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত
চিন্তান্বিত হইলেন ও মনো মধ্যে বিচার করিলেন
যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষিতেরদিগকে বারণ করি
তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়ার্থ
নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতা বৃত্তভঙ্গ হয়।
এই কথা চিন্তান্বিত হইয়া পরমেশ্বরীর আরা

হনা করিলেন পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া স্তুতি
করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর রাজা কৃত
ঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবী
স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। হে দেবি
যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই
বর দেহ আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয়
ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া
রাজার পরোপকারিতাধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া
রাজাকে চিন্তামণি নামে এক রত্ন দিয়া
অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রত্যাবর্ত্তে রদেব
স্বাস্থ্যে সুস্থান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাস
নোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত মহামাত্র প্রভৃতি
সহিত বিচার করিয়া তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যত
নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া
বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসি
দেহাভ্যবাসী প্রত্যহ যাত্র প্রয়াণবাদী রাজসভাতে
আসিয়া উপস্থিত হইয়া কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া
রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলে। হে মহারাজ এ সকল

সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্য ফলাকাঙ্ক্ষির স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধি রহিতের চিত্ত শুদ্ধ্যাদি পুণালীক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন পুতারক কল্পিত মিথ্যা পুরাণেতে অজ্ঞানিরা নষ্ট হওক। কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানিরদের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানি পুরুষেরা স্বর্গার্থে কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম। যে কর্ম্মের বিনাশ পুত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিদ্ধস্ত কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধ সূত্র পটের জনক নহেন অতএব স্বর্গ মিথ্যা।

নাহি এই স্থূল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমান
যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমান মান তবে
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত
বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামান্য গ্রহ
কি রূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাঁহার কোন
ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোক দেখি
তেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে
এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর
যদি কখন তুমি স্বশিরশ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ
তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃত
বহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর যদি মৃত
বহার কর তবে তুমি বিলক্ষন বিচক্ষণ বট যদি
বদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল
এব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সবর্ব শাস্ত্র
অনুমান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে আর
তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি

যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার
তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি ইহাতে বলিবা আমার
পূর্ব্ব পুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি
প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি অতএব
অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্য রূপ শব্দ
প্রমাণ মানিতে হইল। এই রূপ যদি অনুমান
শব্দ প্রমাণ মানিলে তবে যাবৎ অনুমান সিদ্ধ
এবং শব্দ প্রমাণ সিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিব
কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় বৎ বাক্য উপযুক্ত
য় সে সকল কথা যা হউক প্রতিনিয়ত দেশ
কাল কারণ জাত শুভাশুভকর্ম্মফল সুখ দুঃখ
আক শিল্পবর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংস
ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে
স্বচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক্য ভাবে
যা বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান
শ্য কেহ আছে যেমন সরোবরে হ্রদ নদ
তে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন
সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ

ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেকভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাঁহাকেও বলিতে হইবে ইহাতে যাঁহাকে বলিবে অবশ্য তিনি এক পরমেশ্বর তাঁহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা কার্য্য রূপে এবং কারণ রূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপার সাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পানিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাঁহাকে কেহ জানে না তিনি সর্ব্বত্র স্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্লভ তাঁহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ তাঁহার শক্তি দুর্ঘটঘটন পটুতরা অতএব তাঁহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণ স্বরূপা অতএব তাঁহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বর শক্তি কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বর শক্তিকে মহাবিদ্যা করিয়া

শক্তি সহকারে নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন এব স্থিতি পরমেশ্বর বিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন যেমন মাতা সন্তানের রোগ নিবৃত্তি নিমিত্ত কটু তিক্ত কষায়ৌষধি পান করাবার সময়ে সান্ত্বনা নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্টমোদকাদি দিব এই রূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান তদ্বৎ মাতৃরূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রূপ রোগ নিবৃত্তি কারণ স্বর্গাদি রূপ ফল [illegible]ইয়া বায়ায়াস সাধ্য কর্ম্ম কাণ্ডে প্রবৃ[illegible]মন রোগ নিবৃত্তির ফল সুস্থতা তেমন কামাদিনিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠতা অতএব সকল কর্ম্ম কাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি

তাহার কর্ম্ম মিথ্যাফলক অতএব তুমি ঈশ্বর
নিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কাল
ক্ষেপণ কেন কর। রাজার এই সকল বাক্য
শ্রবণ মহৌষধি পানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা
পিশাচী পলায়ন করিলেন চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদি
ত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য
মানিলেন ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে
নানা প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।
দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হয়
মাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন
হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের
গুণোপাখ্যানোপলক্ষে রাজারদের যে সকল উত্তম
গুণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুণ
যাহাতে থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে
বসিবার উপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার
সমূহ অমঙ্গল হয় অতএব আমরা তোমার
হিতকামাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে
বারণ করিলাম। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হই

বেন না তুমি আমারদের মহোপকারী তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবর ভাবহইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গম ভাবপ্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হওক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।—

ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকোপাখ্যান সমাপ্ত হইল।—